তারিখ ২১।১০।২০০০
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ৬

দৈনিক ইত্তেফাক

অর্পিত দায়িত্ব অসম্পূর্ণ রাখিয়া জনপ্রশাসন কমিশনের সংস্কার কার্যক্রম বন্ধ হইতেছে

মাঈনুল আলম ।। অর্পিত দায়িত্ব শেষ করিবার আগেই জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশনের কার্যক্রম বন্ধ হইতেছে। দেড় শতাধিক সরকারী সংস্থা ও কর্পোরেশনের জনবল সুষমকরণ ও কাঠামোগত সংস্কার কাজ অসম্পূর্ণ রাখিয়াই কমিশনের বিলুপ্তি ঘটিতেছে। কমিশনের মেয়াদ অন্ততঃ আরও এক বছর বাড়াইবার প্রস্তাব সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রীর অফিস হইতে নাকচ হইয়া গিয়াছে। প্রধানমন্ত্রীর অফিস সংস্কার কমিশনের পূর্ব নির্ধারিত মেয়াদ আগামী ৩০শে নভেম্বরের মধ্যে যাবতীয় কার্যক্রম সম্পন্ন করিবার নির্দেশ দিয়াছে। এ অবস্থায় কমিশন কার্যক্রম ও তাহাদের কার্যপরিধি অনুযায়ী অর্পিত দায়িত্ব অসম্পূর্ণ রাখিয়া বিদায় গ্রহণ করিবে এবং পূর্ব সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রয়োজনে মন্ত্রী পরিষদ বিভাগকে একটি বিশেষ সেল গঠন (২য় পৃষ্ঠায় ১-এর কঃ দ্রঃ)

অর্পিত দায়িত্ব

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

করিয়া অবশিষ্ট কাজগুলি নিষ্পত্তি করিতে হইবে। জন-প্রশাসন সংস্কার কমিশন গত জুন মাসে প্রধানমন্ত্রীর নিকট প্রথম পর্যায়ের তিন খন্ড সংস্কার রিপোর্ট পেশ করিয়াছিল। তখন ১৭৩টি সরকারী দফতর, সংস্থা ও কর্পোরেশনের জনবল সুষমকরণ এবং কাঠামোগত সংস্কারের কাজ সম্পন্ন করিবার উদ্দেশ্যে ৩০শে নভেম্বর পর্যন্ত মেয়াদ বাড়ান হয়। জুন মাসের পর হইতে এখন পর্যন্ত কমিশন মাত্র ২১টি সংস্থার জনবল সুষমকরণের কাজ সম্পন্ন করিয়াছে। সংস্থাগুলি হইতেছে পেট্রোবাংলা, পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন, বিআরটিসি, বিআইডব্লিউটিএ, বিসিক, শিপিং কর্পোরেশন, জীবন বীমা কর্পোরেশন, সাধারণ বীমা কর্পোরেশন, টিসিবি, বনশিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশন, বিএডিসি, চারটি সিটি কর্পোরেশন, হাউস বিল্ডিং ফাইনান্স কর্পোরেশন, বিমান, পর্যটন কর্পোরেশন প্রভৃতি।

উল্লিখিত ২১টি সংস্থা ও কর্পোরেশনের জনবল সুষমকরণ সংক্রান্ত সংস্কার প্রস্তাব প্রণয়ন করিবার পর জন-প্রশাসন সংস্কার কমিশন এবং বিশ্বব্যাংক, ইউএনডিপি ও অন্যান্য উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সেবাদানকারী সরকারী প্রতিষ্ঠানসহ ১৫২টি সংস্থার সংস্কার প্রস্তাব প্রণয়ন জরুরী বলিয়া মনে করিতেছে। এই সকল সংস্থার মধ্যে পিডিবি, ডেসা, টিএন্ডটি বোর্ড, ওয়াসা, রাজউক প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এই প্রেক্ষাপটে জন-প্রশাসন সংস্কার কমিশনের পক্ষ হইতে সেপ্টেম্বর মাসে কমিশনের কার্যক্রম বর্তমান সরকারের মেয়াদকাল পর্যন্ত অব্যাহত রাখার প্রস্তাব করা হয়। প্রস্তাবে পরবর্তী সাধারণ নির্বাচনকালীন নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সময়ে একটি বাস্তবায়ন সেল গঠন করিয়া সংস্কার কার্যক্রমকে অব্যাহত রাখা এবং নির্বাচনের পর নূতন সরকার কর্তৃক সংস্কার বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের সুপারিশ করা হয়। এই প্রস্তাবের পর চলতি অক্টোবর মাসের ১০ তারিখে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় হইতে সংস্কার কমিশনের প্রস্তাব নাকচ করিয়া দেওয়া হয় এবং জুন মাসে প্রদত্ত সিদ্ধান্ত ও নির্দেশ অনুযায়ী কমিশনের মেয়াদ ৩০শে নভেম্বর পর্যন্ত বহাল রাখা হয়। অর্থাৎ এই মেয়াদের পর মন্ত্রী পরিষদ বিভাগে একটি বিশেষ সেল করিয়া অবশিষ্ট কাজ নিষ্পত্তি করা হইবে। যদিও এই সেলের রূপরেখা এখন অস্পষ্ট রহিয়াছে।

এই অবস্থায় সার্বিক প্রশাসনিক সংস্কার কার্যক্রমের ভবিষ্যৎ লইয়া প্রশ্ন উঠিয়াছে। জুন মাসে প্রথম পর্যায়ের প্রতিবেদন পেশের পর কোন সুপারিশই সরকারী পর্যায়ে আলোচনা কিংবা বাস্তবায়ন হয় নাই। এই বিষয়ে জন-প্রশাসন সংস্কার কমিশনের মন্ত্রী পদমর্যাদার চেয়ারম্যান এটিএম শামসুল হকের সহিত আলোচনা করা হইলে তিনি কোন মন্তব্য করা হইতে